দৈনিক জনকণ্ঠ

APR 03 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ... ৭.....

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী চত্বরে জমে উঠেছে স্বাধীনতা বইমেলা ॥ বিকালে বসে জমজমাট আড্ডা

আশীষ-উর-রহমান শুভ

ঝড়-ঝাপটা তো আছেই, তার ওপর প্রচারও হয়নি যথেষ্ট—এসব সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী চত্বরে স্বাধীনতা বইমেলায় গ্রন্থানুরাগীদের সমাগম বাড়ছে। বিকালের দিকটায় ক্রেতা-পাঠক-প্রকাশকদের উপস্থিতিতে মেলার মেজাজ উৎফুল্ল আনন্দঘন হয়ে উঠছে। গত ২৭ মার্চ থেকে কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার অধিদফতরের আয়োজনে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৯ দিনব্যাপী এই মেলা শুরু হয়েছে। আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বইমেলা খোলা থাকবে।

স্বাধীনতা বইমেলায় স্টল রয়েছে ৫৮টি। এর মধ্যে প্রকাশকদের স্টল ৫৫টি, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্টল রয়েছে তিনটি। এগুলো হলো প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদফতর এবং শিশু একাডেমী। মেলায় বাংলাদেশে প্রকাশিত সব ধরনের বই প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা রয়েছে, তবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থগুলোর ওপর। শতকরা কুড়ি টাকা কমিশনে বই বিক্রি করা হচ্ছে এখানে।

পাবলিক লাইব্রেরীতে বেশ কিছুদিন থেকে উৎসবের আমেজ লেগেই আছে। শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে এর আগে পিপলস থিয়েটার এ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ১২ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শিশু-কিশোরদের জাতীয় নাট্যোৎসব। সারা প্রাঙ্গণজুড়ে হাজার হাজার শিশু-কিশোরের সমারোহ ঘটিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান চলল তিন দিন ধরে। এর পর আবার প্রাচ্যনাটের সপ্তাহব্যাপী নাট্যমেলা। এসব আনন্দ বিনোদনের উৎসবের রেশ না কাটতেই শুরু হয়েছে স্বাধীনতা বইমেলা। এ বছর বাংলা একাডেমী আয়োজিত অমর একুশের গ্রন্থমেলা পুরো ফেব্রুয়ারি মাস ধরে অনুষ্ঠিত হয়নি। ঈদ-উল-আযহার কারণে অমর একুশের দিন থেকেই সে মেলা শেষ হয়ে যায়। আবার মেলার শুরুর দিকেও নানা জটিলতার কারণে লোকসমাগম প্রায় তেমন ছিলই না। মেলায় লোকসমাগম, মেয়াদ, বিক্রি সবই ছিল বরাবরের চেয়ে কম। এসব কারণে স্বাধীনতা বইমেলার ব্যাপারে প্রকাশকরা যেমন আগ্রহী, তেমনি পাঠক-ক্রেতারাও উৎসাহী যথেষ্ট। ইদানীং প্রায়ই বিকালের দিকে আকাশে মেঘ জমছে। ঝড়ো হাওয়ার দাপট, সঙ্গে বৃষ্টি। কিন্তু তার পরও লাইব্রেরী প্রাঙ্গণ বইমেলাকে কেন্দ্র করেই তরুণ-তরুণীদের সমাবেশে হয়ে উঠছে উৎসবমুখর।

গতকাল স্বাধীনতামেলা উপলক্ষে শাহবাগে পাবলিক লাইব্রেরীর সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মেলার আয়োজকেরা মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন।

পাবলিক লাইব্রেরী চত্বরে স্বাধীনতা বইমেলার স্টলে গ্রন্থানুরাগীরা ভিড় করে বই বাছাই করছেন —জনকণ্ঠ

গণগ্রন্থাগার অধিদফতরের পরিচালক এবং মেলা কমিটির আহ্বায়ক এম. ইসহাক ভূঁইয়া জানান, প্রধানমন্ত্রী গত পহেলা জানুয়ারি ঢাকা বইমেলার উদ্বোধনকালে ২০০২ সালকে জাতীয় গ্রন্থবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করে বছরব্যাপী গোটা দেশে বইয়ের প্রচার প্রসার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে গণগ্রন্থাগার অধিদফতর ১৯ দিনব্যাপী এই মেলার আয়োজন করেছে। অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে থাকবে তিনটি সেমিনার। আগামী ৮ এপ্রিল 'দেশ গঠনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা', ১০ এপ্রিল 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গণগ্রন্থাগার' এবং ১১ এপ্রিল হবে 'গণগ্রন্থাগার : জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক সেমিনার। তিনি জানান, এখন থেকে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে স্বাধীনতা বইমেলার আয়োজন করা হবে। ইতোপূর্বে মেলা আয়োজন করার কোন অভিজ্ঞতা এবং এ ব্যাপারে

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী

(১২-এর পাতার পর)

তাদের দক্ষ লোকবল না থাকায় প্রথম মেলাটিতে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। তবে পাঠক, ক্রেতা ও প্রকাশকরা যেভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন তাতে আগামী বছরগুলোতে স্বাধীনতা বইমেলাকে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকর্ষণীয় মেলায় পরিণত করে তুলতে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। মতবিনিময় সভায় প্রকাশকদের মধ্যে মুক্তধারার জহরলাল, এশিয়া পাবলিকেশনের ইসমাইল হোসেন বকুল, কাকলী প্রকাশনীর একে নাসির আহমেদ সেলিম, অনুপম প্রকাশনীর মিলন নাথ, শিখা প্রকাশনীর নজরুল ইসলাম বাহারসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশকরা স্বাধীনতা বইমেলার ভবিষ্যত নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী। তাঁরা বললেন—এবারে এখানে প্রথম মেলা হচ্ছে, তা সত্ত্বেও বই বিক্রি হচ্ছে। মেলার জায়গাটি শহরের কেন্দ্রস্থলে; বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা মেলায় যেমন আসছে, তেমনি বয়স্ক ক্রেতারাও আসছেন। সিরিয়াস ধরনের বই বিক্রি হচ্ছে বেশি। ক্রেতারা এখানে স্টলগুলোতে ঘুরে ঘুরে তাঁদের পছন্দের বইটি খুঁজে নিতে পারছেন। এসব দেখে প্রকাশকদের ধারণা হয়েছে, মেলার পরিচিতি বাড়ালে আগামীতে স্বাধীনতা বইমেলা সৃজনশীল প্রকাশনা শিল্পে একটি ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে।